জেন্ডার রেস্পনসিভ স্কুল এ্যান্ড কমিউনিটি সেফটি
ইনিশিয়্যাটিভ (জিআরএসসিএসআই) প্রজেক্ট

নিরাপদ বিদ্যালয় গঠনে আমাদের উদ্যোগ

PLAN INTERNATIONAL

প্রকল্প সম্পর্কিত তথ্য

জেন্ডার রেস্পনসিভ স্কুল এ্যান্ড কমিউনিটি সেফটি ইনিশিয়্যাটিভ (জিআরএসসিএসআই) প্রজেক্ট

প্রকল্পটি চরাঞ্চলের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার অধিকার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করণে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের, দুর্যোগ সহনশীল নিরাপদ বিদ্যালয় গঠনে সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কাজ করছে। ৩ বছর মেয়াদী এই প্রকল্পটি জুলাই ২০২১ সালে কাজ শুরু করে। প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল জাপানের আর্থিক সহায়তায় প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ স্থানীয় সংস্থা ইএসডিও এর মাধ্যমে, এই প্রকল্পটি কুড়িগ্রাম জেলার নাগেশ্বরী উপজেলায় বাস্তবায়ন করছে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

বিদ্যালয় এবং কমিউনিটিতে নিরাপদ শিক্ষা ও শিখন পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য জেন্ডার টান্সফরমেটিভ এ্যাপ্রোচের মাধ্যমে বহুমুখী দুর্যোগ ঝুঁকি নিরুপন এবং সাড়া প্রদানে সহায়তা করা।

কর্মএলাকা:

কুড়িগ্রাম জেলার নাগেশ্বরী উপজেলা।

উপকারভোগীর সংখ্যা:

প্রত্যক্ষ : ১৪৪২৮ জন (বালিকা: ৩৯১৩, বালক: ৫৫৬১, নারী: ২০১২, পুরুষ: ২৯৪২)
পরোক্ষ : ১৫২৩১ জন (বালিকা: ৫০৯১, বালক: ৭৮৮০, নারী: ৭৯৭, পুরুষ: ১৪৬৩)।

প্রধান প্রধান কাজসমূহ:

বিদ্যালয়ে নিরাপত্তা পরিকল্পনা প্রণয়ন, ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, স্টুডেন্ট টাস্কফোর্স, ইয়ুথ ক্লাব ও গার্লস ক্লাব গঠন ও তাদের দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান। বিদ্যালয় ও বিদ্যালয় সংলগ্ন এলাকাবাসীকে সচেতন করতে বন্যা, অগ্নিকান্ড ও ভূমিকম্প বিষয়ক মহড়া ও ক্যাম্পেইনের আয়োজন করা। পারিবারিক পর্যায়ে দুর্যোগ প্রস্তুতি বিষয়ক পরিকল্পনা প্রণয়ন, প্রাথমিক চিকিৎসা ও উদ্ধার সরঞ্জামাদির ব্যবস্থা করা, দুর্যোগের বার্তা সম্বলিত রঙ্গিন ছাতা বিতরণ, সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য দুর্যোগ বিষয়ক বিভিন্ন দিবস উদ্‌যাপন। শিক্ষার্থী ও অংশগ্রহণকারীদের দুর্যোগ, জলবায়ু পরিবর্তন, শিশু সুরক্ষা ও জেন্ডার বিষয়ে জ্ঞান চর্চায় উদ্বুদ্ধকরণ, আয়রন ও আর্সেনিকমুক্ত পানির জন্য টিউবওয়েল স্থাপন, বিদ্যালয়ে নারীবান্ধব ওয়াশ ব্লক ও র‍্যাম্প নির্মাণ। যৌথ পরিকল্পনায় বিদ্যালয়ে ছোট ও মাঝারি ধরনের মেরামত কার্যক্রম সম্পন্ন করা।

দুর্যোগ ঝুঁকি নিরুপন: নিশ্চিত করছে মেয়েদের জন্য নিরাপদ বিদ্যালয়

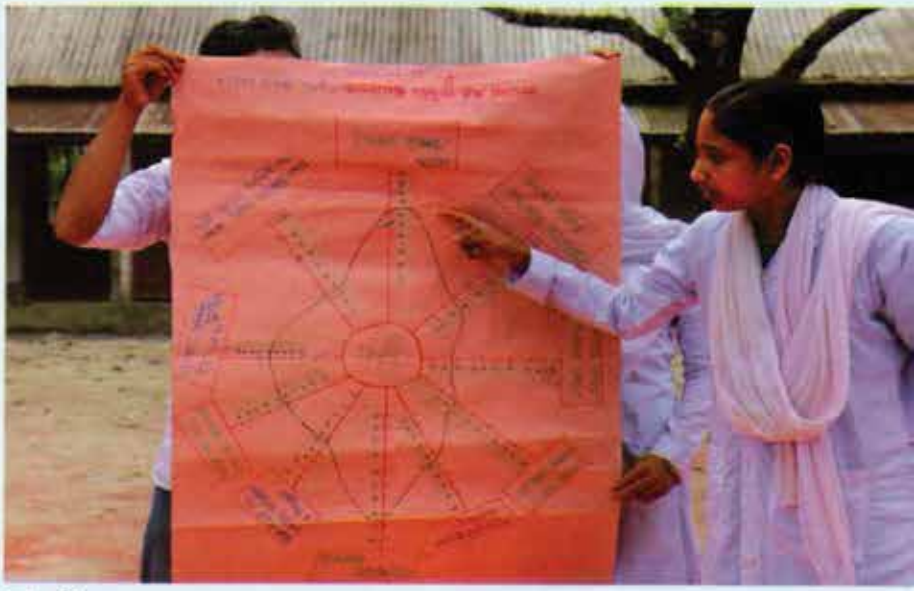

দশম শ্রেণিতে পড়ুয়া সাধনা দুর্যোগ ঝুঁকি নিরুপন দক্ষ হয়ে উঠছে। সে এখন জানে দুর্যোগ ঝুঁকি নিরুপন কি? কেন এটি গুরুত্বপূর্ণ এবং কিভাবে এটি ছাত্রছাত্রীদের বিশেষ করে মেয়েদের জীবনে প্রভাব ফেলে।

১৪ বছর বয়সি সাধনা কুড়িগ্রাম জেলার নাগেশ্বরী উপজেলার সবচেয়ে দুর্যোগ প্রবণ এলাকায় বাস করেন। বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড় এবং বজ্রপাত এখানকার প্রধান প্রাকৃতিক দুর্যোগ। প্রতিবছরই এখানে বন্যা হয়: জীবনজীবিকা এবং অবকাঠামোর অনেক ক্ষতি হয় বিশেষ করে রাস্তাঘাটের অনেক ক্ষতি হয়। বিদ্যালয়ে আসা যাওয়ার পথে ছাত্রছাত্রীদেরকে এর জন্য অনেক দুর্ভোগ পোহাতে হয়।

২০২১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জিআরএসসিএসআই প্রকল্পটি সাধনার বিদ্যালয়ে কাজ শুরু করলে সে স্টুডেন্ট টাস্কফোর্সের সদস্য হন।

জিআরএসসিএসআই প্রকল্প পরিচালিত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে সে দুর্যোগ ঝুঁকি নিরসনের বিভিন্ন কৌশল এবং এই কৌশলগুলি কিভাবে ব্যবহার করতে হয় সেই বিষয়ে জানতে পারে। প্রশিক্ষণের সময় সাধনা সেশনের প্রতি খুবই মনোযোগী ছিল এবং বিভিন্ন ধরনের কৌশলের মধ্যে সম্পর্ক বোঝার চেষ্টা করেছিল।

শিক্ষা একটি মৌলিক অধিকার। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অভিভাবকগণ দুর্যোগ ঝুঁকির কারণে তাদের মেয়েদের লেখাপড়া চালিয়ে যেতে পারেন না। বহুমুখি দুর্যোগ ঝুঁকি শিক্ষার্থীদের বিশেষ করে মেয়েদের লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়ার বাধাকে আরো বাড়িয়ে দেয়। ফলে মেয়েরা বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ে এবং বাল্যবিবাহের শিকার হয়।

''দুর্যোগ ঝুঁকি নিরুপনের একটি কৌশল স্পাইডারনেট ব্যবহার করে আমরা আমাদের বিদ্যালয় এবং এর ক্যাচমেন্ট এলাকার জেন্ডার পরিস্থিতি চিহ্নিত করেছি। এটি আমাদের জন্য একটি সুস্পষ্ট ডকুমেন্ট। এই ডকুমেন্টের উদাহরণ দিয়ে, আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সহজেই সমস্যার কথা তুলে ধরতে পারি,'' বললেন সাধনা।

প্রকল্পের কার্যক্রম শুরুর আগে বিদ্যালয়গুলোতে অনেক ধরনের সমস্যা ছিল যেমন মেয়েদের জন্য পৃথক ওয়াশ ব্লক ছিল না, মেয়েদের জন্য কমনরুম ছিল না, বিদ্যালয়ে আসা যাওয়ার পথে মেয়েরা নানা ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতো। দুর্যোগ ঝুঁকি নিরুপনের ১১টি কৌশল ব্যবহার করে সাধনা এবং তার দল এই সকল সমস্যার মূল কারণ খুঁজে বের করে এবং তা সমাধানের জন্য শিক্ষক এবং জিআরএসসিএসআই প্রকল্পের সহায়তায় একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন।

বিদ্যালয় এবং এর ক্যাচমেন্ট এলাকার দুর্যোগ সংক্রান্ত ঝুঁকি চিহ্নিত করার পর জনসমাবেশের মাধ্যমে, সাধনা এবং তার অন্যান্য দলের সদস্যরা ছাত্র, শিক্ষক, স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি এবং স্থানীয় জনগণের উপস্থিতিতে সেই সকল সমস্যা আলোচনা করেন। যেখানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নাগেশ্বরী উপজেলার মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার।

নাগেশ্বরী উপজেলার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের একজন প্রধান শিক্ষক বললেন, ''এখন কিছুটা সমস্যা কেটে গেছে, শিক্ষা অফিস ক্লাস রুম সংস্কারের জন্য বাজেট বরাদ্দ করেছে। ইতোমধ্যে আমরা দুটি শ্রেণি কক্ষ সংস্কারের কাজ শেষ করেছি। প্রকল্প থেকে মেয়েদের জন্য পৃথক ওয়াশ ব্লক এবং কমন রুম নির্মাণ করে দিয়েছে। শিক্ষার্থীরা এখন ক্লাস রুমে আগের তুলনায় অনেক স্বাচ্ছন্দ বোধ করছেন''।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির উদ্যোগে স্বস্তিতে বানভাসী মানুষ

সাহাদত হোসেন, ৫৫, ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি এবং কচাকাটা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান।

নাগেশ্বরী উপজেলা কুড়িগ্রাম জেলার একটি অন্যতম দুর্যোগ প্রবণ এলাকা। বন্যা এই অঞ্চলের প্রধান প্রাকৃতিক দুর্যোগ। এই দুর্যোগের সাথে লড়াই করে বেঁচে থাকেন এখানকার জনগণ।

জুন ২০২২ সালের বন্যা সাহাদতকে ভিন্ন মাত্রায় ভাবিয়ে তুলে এবং ছুড়ে ফেলে অনেক চ্যালেঞ্জ। সাহাদত খুঁজতে থাকেন সমস্যা সমাধানের সম্ভাব্য উপায়, উপকরণ এবং সম্পদের।

"দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হওয়ায় আমার দায়বদ্ধতা বেড়ে যায়। মানুষের কষ্ট লাঘব করার জন্য আমাকে নতুন নতুন পথ খুঁজতে হয়েছে," বললেন সাহাদত।

জিআরএসসিএসআই প্রকল্পটি নাগেশ্বরী উপজেলায় কাজ শুরু করার পর ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হিসাবে সাহাদত হোসেন পদাধিকার বলে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি সভাপতি নির্বাচিত হন।

সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার পর তিনি জিআরএসসিএসআই প্রকল্প কর্তৃক আয়োজিত ২ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে সভাপতি হিসাবে তার কি দায়িত্ব রয়েছে; কিভাবে দুর্যোগ ঝুঁকি চিহ্নিত করা হয় এবং ঝুঁকি হ্রাসে স্থানীয় সম্পদকে কিভাবে কাজে লাগানো যায় সেই সকল বিষয়ে জানতে পারেন। প্রশিক্ষণ শেষে তার ইউনিয়নের জন্য একটি কর্মপরিকল্পনা তৈরি করেন।

পরিকল্পনা অনুযায়ী তিনি এবং কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ একটি তহবিল গঠন করেন। এই তহবিলের অর্থ দিয়ে জুন-২০২২ সালের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের সহায়তা প্রদান করেন যেমন চিড়া, মুড়ি ও গুড় বিতরণ করেন।

সাম্প্রতিক বন্যায় কচাকাটা থেকে নায়েকের হাট দাখিল মাদ্রাসা যাওয়ার একমাত্র পাকা রাস্তাটি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ব্যাপারীটারী নামক স্থানে সড়কটির প্রায় ৭০-৮০ ফুট ভেঙ্গে যায়। ফলে নায়েকের হাট থেকে কচাকাটা সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

জনগণের এমন দুর্ভোগের সময় তিনি সরকারি সাহায্যের জন্য বসে না থেকে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি হিসেবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির অন্যান্য সদস্যদের সাথে নিয়ে জনগণের সাময়িক-ভাবে চলাচলের জন্য বাঁশের খুঁটি ও চাটাই দিয়ে প্রায় ৩২ হাজার টাকা ব্যয়ে ভাঙ্গা রাস্তাটি সাময়িকভাবে চলাচলের উপযোগী করেন।

পরবর্তীতে তিনি দ্রুত নাগেশ্বরী উপজেলা পরিষদের সাথে যোগাযোগ করে উপজেলা পরিষদের সহায়তায় প্রায় ৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করে বস্তা ভর্তি বালু ফেলে রাস্তাটি মেরামতের ব্যবস্থা করেন যে রাস্তা দিয়ে দৈনিক প্রায় দুই-তিন হাজার মানুষ যাতায়াত করে।

তিনি তার এলাকায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ আরো অনেক রাস্তা মেরামত করেন। অস্থায়ীভাবে প্লাস্টিকের ড্রাম দিয়ে ভেলা তৈরির মাধ্যমে জনগণের জন্য রাস্তা পারাপারের ব্যবস্থা করেন।

এছাড়াও গঙ্গাধর নদের ভাঙ্গনে ২৫ টি পরিবারের বসতবাড়ি বিলিন হয়ে গেলে তিনি উপজেলা নির্বাহী অফিসার, জেলা প্রশাসক ও পানি উন্নয়ন বোর্ড কুড়িগ্রাম কে অবহিত করেন এবং তরীর হাট হতে বেলায়েত হাজীর মাঠ পর্যন্ত বেড়িবাঁধ নির্মাণের জন্য আবেদন জানান। সরকারিভাবে কোন পদক্ষেপ না থাকায় প্রায় ৩ হাজার জনগণ নিয়ে ১৮ মে ২০২২ ইং তারিখে একটি মানববন্ধন করেন যা দেশ টিভি, চ্যানেল ২৪ সহ বেশ কিছু মিডিয়ায় সম্প্রচার করা হয়। পরবর্তীতে তিনি এবং তার কমিটির সদস্যবৃন্দ উদ্যোগ নিয়ে এলাকার ধনাঢ্য ব্যক্তিদের সহায়তায় এই বেড়িবাঁধ নির্মাণ করেন, যেখানে প্রায় ৪ লাখ ২২ হাজার টাকা ব্যয় হয়। এসকল কাজের জন্য তিনি ইউনিয়নবাসীর কাছে খুবই প্রশংসিত হন।

তিনি জানান, "ছোটবেলা থেকেই প্রতিনিয়ত দুর্যোগের সাথে লড়াই করে এসেছি। দুর্যোগে মানুষের কষ্ট আমি বুঝি। ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা কমিটির চেয়ারম্যান হয়ে আমার দায়িত্ব অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। দায়িত্ববোধের অংশ হিসেবে যে কোন দুর্যোগে আমি জনগণের সেবায় সবসময় নিজেকে এভাবে নিয়োজিত রাখতে চাই।"

তরুণ দলের কোভিড-১৯ টিকা দান ক্যাম্পেইন

করোনাভাইরাস থেকে সুরক্ষা দিতে এলাকার মানুষদের পাশে দাঁড়িয়েছে কুড়িগ্রাম জেলার নাগেশ্বরীর উপজেলার তরুণ দল।

বেশি মানুষকে টিকার আওতায় আনার জন্য বাংলাদেশ সরকার গণটিকার কর্মসূচি ঘোষণা করলে জিআরএসসিআই প্রকল্প কর্তৃক পরিচালিত তরুণ দল টিকাদান ক্যাম্পেইনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ

করে; তাদের স্বেচ্ছাসেবি কাজের মাধ্যমে এলাকার জনগণকে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ থেকে সুরক্ষিত রাখতে এবং সরকারের লক্ষ্য অর্জনে কাজ করছে।

১৪ এবং ১৭ অক্টোবর ২০২১ তারিখে এই তরুণ দলের সদস্যগণ তাদের এলাকার বিভিন্ন বিদ্যালয় এবং মাদ্রাসায় টিকাদান বিষয়ক ক্যাম্পেইনের আয়োজন করে। এই ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে তরুণ দলের সদস্যগণ করোনাভাইরাসের টিকা সম্পর্কে সচেতনতামূলক বিভিন্ন তথ্য প্রচার করে, বাংলাদেশ সরকারের সুরক্ষা অ্যাপসের মাধ্যমে তাদের নিজেদের মোবাইল ফোনে টিকা গ্রহণের জন্য নিবন্ধন সম্পন্ন করে। জিআরএসসিএসআই প্রকল্পের সহায়তায় এবং তাদের নিজেদের অর্থায়নে টিকা কার্ড প্রিন্ট করে এলাকার মানুষের মধ্যে প্রদান করে এবং সর্বোপরি, করোনাভাইরাসের টিকা গ্রহণে এলাকার মানুষকে সহায়তা করে। কচাকাটা, কেদার ও বল্লভেরখাস ইউনিয়ন-ভূক্ত ৪ টি তরুণ দল তাদের এলাকায় প্রায় ৪৫০০ এর বেশি মানুষকে টিকাদানে সহায়তা করেছে।

'করোনাভাইরাসের টিকা গ্রহণে আমাদের এলাকার মানুষের মধ্যে অনেক ভ্রান্ত ধারণা ছিল। প্রথমে আমাদের পরিবারের সদস্যগণ টিকা গ্রহণ করেন এবং পরবর্তীতে তা উদাহরণ হিসাবে ব্যবহার করি। এভাবে আমরা এলাকার মানুষকে উদ্বুদ্ধ করি। আমাদের এলাকার মানুষ এখন অনেক সচেতন এবং এ বিষয়ে ভ্রান্ত ধারণা নেই বললেই চলে,' বললেন শফিয়ার তরুণ দলের সভাপতি।

টিকাদান ক্যাম্পেইনে সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণসহ বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ, সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানগণ, এবং

কচাকাটা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) উপস্থিত থেকে তরুণ দলের কাজের ভূয়সি প্রশংসা করেন এবং তাদের কাজ চলমান রাখার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। ক্যাম্পেইনের অংশ হিসাবে দলের সদস্যগণ বিশেষ ক্ষেত্রে বাড়ি বাড়ি গিয়ে নিবন্ধন কাজে সহযোগিতা ছাড়াও ইউনিয়ন পরিষদে ভ্যাকসিনেশন ক্যাম্পে প্রত্যক্ষভাবে সহায়তা করেন।

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এর সহকারী স্বাস্থ্য পরিদর্শক গোলাম মোস্তফা বলেন, 'তরুণ দলের সদস্যরা যেভাবে টিকাদান কার্যক্রমে আমাদেরকে সহযোগিতা করেছে তা সত্যিই প্রশংসনীয়। গ্রামের লোকজন বিশেষ করে চরাঞ্চলের মানুষ টিকা গ্রহণের ব্যাপারে তেমন আগ্রহী নন। তাদের বুঝিয়ে রাজি করানো এবং টিকা গ্রহণ একটি চ্যালেঞ্জিং কাজ ছিল। তারা এই কাজটি সফলতার সাথে সমাপ্ত করতে সহায়তা করেছেন'।

তরুণ দলের সদস্যগণ এলাকাবাসীর মধ্যে বিনামূল্যে মাস্ক বিতরণ করেছেন এবং করোনাভাইরাসের সংক্রমণ রোধে আলোচনা সভা, পট সং এর মাধ্যমে বিভিন্ন সচেতনতামূলক তথ্য প্রদান করেছেন, যেমন সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা, মাস্ক পরিধান করা, বাহির থেকে এসে ২০ সেকেন্ড ধরে সাবান পানি দিয়ে হাত ধোয়া ইত্যাদি।

বাল্যবিবাহ বন্ধ: অভিভাবকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে একজন শিক্ষকের বিশেষ উদ্যোগ

উচ্চস্বরে কবিতা পাঠের মাধ্যমে নাগেশ্বরী উপজেলার মেয়েরা তাদের বাল্যবিবাহ বন্ধ করতে অভিভাবকদের বুঝিয়ে রাজী করাচ্ছেন।

মেয়েরা এখন তাদের বিষয়ে কথা বলতে আগের চেয়ে অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী বোধ করছে কারণ তাদের কাছে রয়েছে তাদের শিক্ষকের লেখা বাল্যবিবাহ সংক্রান্ত একটি কবিতার বই। যে সকল মেয়েদের

বাল্যবিবাহ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তারা এই বইটি তাদের বাড়িতে নিয়ে আসে এবং উচ্চস্বরে তাদের মা-বাবাকে পড়ে শুনায় যাতে করে তারা সচেতন হয় এবং বাল্যবিবাহ না দেয়।

কবিতার বইয়ের লেখক আব্দুস সালাম নাগেশ্বরী উপজেলার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বাংলা বিষয়ের একজন বিখ্যাত শিক্ষক। তিনি অনেক গল্প, কবিতা, নাটক এবং গানের বই লিখেছেন। বাল্যবিবাহ নিয়ে একটি বই লেখার কথা তিনি ভাবছিলেন। জেন্ডার রেস্পনসিভ স্কুল এ্যান্ড কমিউনিটি সেফটি ইনিশিয়্যাটিভ (জিআরএসসিএসআই) প্রকল্পটি তার বিদ্যালয়ে কাজ শুরু করলে তিনি মনোসামাজিক দলের গাইডিং শিক্ষক হিসাবে নির্বাচিত হন।

জিআরএসসিএসআই প্রকল্প ছাত্রদের উন্নয়নের জন্য প্রতিটি বিদ্যালয়ে ছয়টি স্টুডেন্ট টাস্ক ফোর্স গঠন করেছে। মনোসামাজিক দল তাদের মধ্যে একটি। প্রতি দলে ৪ জন করে শিক্ষার্থী এবং একজন শিক্ষক থাকেন দলটিকে পরিচালনার জন্য। একজন গাইডিং শিক্ষক হিসাবে প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার পর তার ধারণাগুলো আরো সুসংগঠিত হয় এবং তিনি বই লেখার একটি নকশা তৈরি করেন।

মনো-সামাজিক দলের সদস্যদের সাথে আলোচনা করার সময় তিনি ছাত্রীদের মধ্যে বিষণ্নতা লক্ষ্য করেছিলেন। কারণ তারা জানতেন যে, তাদের জন্য বাল্যবিবাহের আয়োজন করা হবে। দীর্ঘ শিক্ষকতা পেশায় তিনি দেখেছেন অনেক মেয়ে বাল্যবিবাহের কারণে স্কুল থেকে ঝরে পড়ে। কোভিড ১৯ এর সময় স্কুল বন্ধ থাকায় এই বাল্যবিবাহের হার বেড়ে গিয়েছিলো। তাই স্কুল খোলার পর তিনি জিআরএসসিএসআই প্রকল্পের সহায়তায় কবিতার বই লিখতে

মনোনিবেশ করেন। তিনি বাল্যবিবাহ বন্ধে ৪০ টি কবিতা লিখে একটি কবিতার বই প্রকাশ করেছেন।

২০২২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি, তিনি তার এই কবিতার বই প্রকাশ করেন। মনো-সামাজিক দলের সদস্যগণই ছিল তার বইয়ের প্রথম পাঠক। শিক্ষার্থীরা শুধু কবিতা পাঠ করেই ক্ষান্ত হননি; তারা এই বইয়ের শিক্ষণীয় বিষয়গুলি তাদের মা-বাবা এবং এলাকার মানুষের সাথে আলোচনা করেছেন। এই বইটি বাল্যবিবাহকে না বলার জন্য মেয়েদের মনোসামাজিক শক্তি বৃদ্ধিতে অবদান রাখছে।

তিনি বলেন, ''আমি সবাইকে কবিতার বিষয়গুলি তাদের মা-বাবার কাছে পৌছে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছি যাতে তারা তাদের মেয়েদের বাল্যবিবাহ না দেয়। কিছুদিন আগে একজন মেয়ে স্কুলে আসার পথে আমাকে থামায় এবং বলে যে, আমার বইয়ের কবিতা পাঠ করে সে তার পিতামাতাকে বুঝিয়ে তার বাল্যবিবাহ বন্ধ করেছেন।''

তিনি তার এই কবিতার বই শিক্ষার্থী, শিক্ষক, সরকারি কর্মকর্তা, এবং ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানদের মধ্যে বিতরণ করেছেন। এই বইটি বাল্যবিবাহ বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

সরকারি অফিসার কর্তৃক প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন

নাগেশ্বরী উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার নূর আহমেদ মাছুম জিআরএস-সিআই প্রকল্পের ছাতা বিতরণ অনুষ্ঠানে বলেন, ''আমি আগে নিরাপদ বিদ্যালয় প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করেছি। জাপান থেকে আগত দাতা সংস্থার প্রতিনিধিদের সাথে আমার আলোচনা হয়েছে। প্রকল্পের কার্যক্রম আমার ভাল লেগেছে। কিন্তু প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ ও ইএসডিও খুবই অল্প স্কুল নিয়ে কাজ করছে। আমি স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য অনুরোধ করছি।''

নাগেশ্বরী উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আমিনা বেগম বলেন, ''মাসিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার বিষয়টি অগ্রাধিকার দিয়ে জিআরএসসিআই প্রকল্প প্রতিটি বিদ্যালয়ে নারীবান্ধব ওয়াশ ব্লক তৈরির যে উদ্যোগ নিয়েছে তা প্রশংসনীয়। আমি আশা করি এই উদ্যোগের ফলে বিদ্যালয়ে মেয়ে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি বৃদ্ধি পাবে; তারা পড়ালেখায় মনোযোগী হবে এবং সর্বোপরি মেয়ে শিক্ষার হার বাড়বে।''

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার কামরুল ইসলাম বলেন, ''বন্যার সময় বিদ্যালয় বন্ধ থাকায় পাঠদান কার্যক্রম ব্যাহত হয় এবং শিক্ষার্থীদের পড়ালেখার অনেক ক্ষতি হয়। পূর্ব প্রস্তুতি এই ক্ষতি কমিয়ে আনতে পারে। দুর্যোগ ঝুঁকি কমিয়ে আনার জন্য শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে জেনে আমি খুবই আনন্দিত। এসকল প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দুর্যোগ বিষয়ে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে।''

প্রকল্পের কার্যক্রমের চিত্র

উপজেলা পর্যায়ে প্রকল্পের অবহিতকরণ সভা

শিক্ষার্থীগণ বন্যা, অগ্নিকান্ড ও ভূমিকম্পের উপর মহড়ায় অংশ নিচ্ছেন

প্রকল্পের সহায়তায় বিদ্যালয় সংলগ্ন এলাকায় মহড়া পরিচালনা করছেন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন, নাগেশ্বরী

প্রকল্পের সহায়তায় বিদ্যালয়ে নারীবান্ধব ওয়াশ ব্লক নির্মাণ কাজ

প্রকল্পের সহায়তায় বিদ্যালয়ে আয়রন ও আর্সেনিক মুক্ত পানীয়জলের ব্যবস্থা

শিক্ষার্থীদের মাঝে বার্তাসম্বলিত ছাতা বিতরণ অনুষ্ঠানে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান